سورة القيامة

সূরা কিয়ামত

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪০ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝١ وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢ اَيَحْسَبُ
الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۝٣ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ۝٤
بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۝٥ يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦ فَاِذَا بَرِقَ
الْبَصَرُ ۝٧ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ
يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِۨ الْمُسْتَقَرُّ ۝١٢
يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍۢ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝١٣ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ
بَصِيْرَةٌ ۝١٤ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۝١٥ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝١٦ اِنَّ
عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۝١٧ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۝١٨ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا
بَيَانَهٗ ۝١٩ كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۝٢٠ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝٢١ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ
نَّاضِرَةٌ ۝٢٢ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝٢٣ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍۢ بَاسِرَةٌ ۝٢٤ تَظُنُّ
اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝٢٥ كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝٢٦ وَقِيْلَ مَنْ سكتة
رَاقٍ ۝٢٧ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ۝٢٨ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝٢٩ اِلٰى
رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِۨ الْمَسَاقُ ۝٣٠ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ۝٣١ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝٣٢
ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ۝٣٣ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۝٣٤ ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۝٣٥ اَيَحْسَبُ

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ۝٣٦ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ۝٣٧ ثُمَّ كَانَ
عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝٣٨ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝٣٩
أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝٤٠

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের, (২) আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়--(৩) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না ? (৪) পরন্তু আমি তার অংগুলীগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। (৫) বরং মানুষ তার ভবিষ্যত জীবনেও ধৃষ্টতা করতে চায় ; (৬) সে প্রশ্ন করে---কিয়ামত দিবস কবে ? (৭) যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, (৮) চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে (৯) এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে--(১০) সেই দিন মানুষ বলবে ঃ পলায়নের জায়গা কোথায় ? (১১) না, কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। (১২) আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে। (১৩) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে। (১৪) বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান, (১৫) যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে। (১৬) তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার জন্য আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। (১৭) এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। (১৮) অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। (১৯) এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব। (২০) কখনও না, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস (২১) এবং পরকালকে উপেক্ষা কর। (২২) সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। (২৩) তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। (২৪) আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে। (২৫) তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর-ভাঙ্গা আচরণ করা হবে। (২৬) কখনও না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে (২৭) এবং বলা হবে, কে ঝাড়বে (২৮) এবং সে মনে করবে যে, বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে (২৯) এবং গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যাবে। (৩০) সেদিন আপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু নীত হবে। (৩১) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি ; (৩২) পরন্তু মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। (৩৩) অতঃপর সে দম্ভভরে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে। (৩৪) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ ! (৩৫) অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (৩৬) মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে ? (৩৭) সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না ? (৩৮) অতঃপর সে ছিল রক্তপিণ্ড, অতঃপর আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। (৩৯) অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল ---নর ও নারী। (৪০) তবুও কি সেই আল্লাহ্ মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের। আরও শপথ করি সেই মনের যে নিজেকে ধিক্কার দেয় (অর্থাৎ সৎ কাজ করে বলেঃ আমি কি করেছি। আমার কাজে আন্তরিকতা ছিল না, এতে অমুক দোষ ছিল। আর যদি গোনাহ্ হয়ে যায়, তবে খুব অনুতাপ করে।--- (দূররে মনসূর) এই অর্থের দিক দিয়ে নফসে মুতমায়িন্না তথা প্রশান্ত মনও এতে দাখিল আছে। শপথের জওয়াব উহ্য আছে; অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। উভয় শপথ স্থানোপযোগী। কেননা, কিয়ামত হচ্ছে পুনরুত্থানের স্থান। আর ধিক্কারকারী মন কার্যত কিয়ামত বিশ্বাস করে। অতঃপর যারা পুনরুত্থান অস্বীকার করে, তাদেরকে খণ্ডন করা হয়েছেঃ) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না? (এখানে মানুষ মানে কাফির। অস্থিই দেহের আসল খুঁটি, তাই বিশেষভাবে অস্থির কথা বলা হয়েছে। অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আমি অবশ্যই একত্রিত করব এবং এই একত্রিত করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কেননা) আমি তার অংগুলীগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। (দুই কারণে অংগুলী উল্লেখ করা হয়েছেঃ এক, অংগুলী দেহের অংশ এবং প্রত্যেক বস্তু তার অংশ দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। আমাদের বাক-পদ্ধতিতেও এরূপ স্থলে বলা হয়ঃ আমার অংগে অংগে ব্যথা; অর্থাৎ সমস্ত দেহে ব্যথা। দুই, অংগুলী ছোট হলেও তাতে শিল্প নৈপুণ্য অধিক এবং স্বভাবত কঠিন। সুতরাং যে একে সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম হবে, সে সহজ কাজ আরও বেশী পারবে। কিন্তু কতক লোক আল্লাহ্র কুদরত সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং কিয়ামতে বিশ্বাস করে না)। বরং মানুষ (কিয়ামতে অবিশ্বাসী হয়ে) ভবিষ্যৎ জীবনেও (নির্বিবাদে) পাপাচার করতে চায়। তাই (অস্বীকারের ছলে) সে প্রশ্ন করে কিয়ামত দিবস কবে? (অর্থাৎ সে সারা জীবন গোনাহ্ ও কুপ্রবৃত্তিতে অতিবাহিত করবে বলে স্থির করে নিয়েছে। তাই সে সত্যান্বেষণের চিন্তাই করে না যে, কিয়ামত হবে বলে বিশ্বাস করবে। ফলে উপর্যুপরি অস্বীকারই করে)। অতএব যখন (বিস্ময়াতিশয্যে) চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, (এই বিস্ময়ের কারণ হবে এই যে, যেসব বিষয়কে সে মিথ্যা মনে করত, সেগুলো হঠাৎ চোখের সামনে মূর্তমান হয়ে দেখা দেবে)। এবং চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে (শুধু চন্দ্রই কেন, বরং) সূর্য ও চন্দ্র (উভয়ই) এক রকম (অর্থাৎ জ্যোতিহীন) হয়ে যাবে, (চন্দ্রকে পৃথক বর্ণনা করার কারণ সম্ভবত এই যে, চান্দ্র হিসাব রাখার কারণে আরবরা এর অবস্থা অধিক গুরুত্ব সহকারে নিরীক্ষণ করত)। সেদিন মানুষ বলবেঃ এখন পলায়নের জায়গা কোথায়? (ইরশাদ হচ্ছেঃ) কখনই (পলায়ন সম্ভবপর) নয়। (কেননা) কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন আপনার পালনকর্তার কাছেই ঠাঁই হবে। (এরপর হয় জান্নাতে যাবে, না হয় জাহান্নামে। পালনকর্তার সামনে যাওয়ার পর) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং যা পশ্চাতে রেখেছে। (মানুষের নিজ কর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া অবহিত করার উপরই নির্ভরশীল নয়) বরং মানুষ নিজেই নিজের কর্ম সম্পর্কে (আপনা আপনি জাজ্জ্বল্যমান হওয়ার কারণে) চক্ষুষ্মান হবে যদিও (স্বভাবদোষে তখনও) তার অজুহাত (বাহানা) পেশ করতে চাইবে। (কাফিররা বলবেঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ—কিন্তু মনে মনে জানবে যে, তারা মিথ্যাবাদী।

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

অতএব অবহিত করার জন্য অবহিত করা হবে না।; বরং হুঁশিয়ার ও নিরুত্তর করার জন্য হবে)। হে পয়গম্বর, (بَلِ الْاِنْسَانُ ও يُنَبَّؤُ থেকে দুটি বিষয় জানা যায়---এক. আল্লাহ্ তা'আলা সব বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। দুই. আল্লাহ্ তা'আলা উপযোগিতার তাগিদে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান মানুষের চিন্তায় উপস্থিত করে দেন যদিও তা সাধারণ অভ্যাসের বিপরীত হয়। কিয়ামতের দিন এরূপ করা হবে। সুতরাং আপনি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় কিছু বিষয়বস্তু ভুলে যাবেন---এই আশংকায় এত কষ্ট কেন স্বীকার করবেন যে, একাধারে ওহীও শুনবেন, তা পাঠও করবেন এবং লক্ষ্যও রাখবেন; যেমন এ পর্যন্ত এই কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন। কেননা, আমি যখন আপনাকে পয়গম্বর করেছি এবং আপনাকে তবলীগের দায়িত্ব দিয়েছি, তখন উপযোগিতার তাগিদ এটাই যে, এতদসংক্রান্ত বিষয়বস্তু আপনার চিন্তায় উপস্থিত রাখতে হবে। আমি যে এই উপস্থিত রাখতে সক্ষম, তা বলাই বাহুল্য। অতএব, এখন থেকে আপনি আর এ কষ্ট স্বীকার করবেন না এবং যখন ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন) আপনি (ওহী শেষ হওয়ার পূর্বে) দ্রুত কোরআন আবৃত্তি করবেন না, যাতে আপনি তা তাড়াতাড়ি শিখে নেন। (কেননা) আপনার অন্তরে তা সংরক্ষণ করা এবং (আপনার মুখে) তা পাঠ করানো আমার দায়িত্ব। অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি (অর্থাৎ আমার ফেরেশতা পাঠ করে) তখন আপনি (সর্বান্তকরণে) সেই পাঠের অনুসরণ করুন (অর্থাৎ সেদিকেই মনোনিবেশ করুন এবং আবৃত্তিতে মশগুল হবেন না। অন্য আয়াতে আছে ঃ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ —) অতঃপর (আপনার মুখে মানুষের সামনে) এর বিশদ বর্ণনাও আমার দায়িত্ব। (অর্থাৎ আপনাকে মুখস্থ করানো, আপনার মুখে উচ্চারিত করা এবং তবলীগের সময়েও মনে রাখা ও মানুষের সামনে পাঠ করিয়ে দেওয়া, এসব আমার দায়িত্ব। এই বিষয়বস্তু প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হল। অতঃপর আবার কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে ---) অবিশ্বাসীরা, (কিয়ামতে অবশ্যই মানুষকে অগ্রপশ্চাতের কর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। তোমরা তো মনে কর কিয়ামত হবে না,) কখনও এরূপ নয়। (তোমাদের কাছে এর না হওয়ার কোন প্রমাণ নেই)। বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস এবং (এতে মগ্ন হয়ে) পরকালকে (গাফেল হয়ে) উপেক্ষা কর। (সুতরাং যার ভিত্তিতে তোমরা কিয়ামত অস্বীকার কর, তা ভ্রান্ত। অতএব, কিয়ামত হবে এবং প্রত্যেকেই তার কর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়ে উপযুক্ত প্রতিদান পাবে, যার বিবরণ এই ঃ) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে। তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর ভাঙ্গা আচরণ করা হবে। (অর্থাৎ কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। অতঃপর শাসানো হচ্ছে যে, তোমরা যে পার্থিব জীবনকে প্রিয় এবং পরকালকে বর্জনীয় মনে করছ,) কখনও এরূপ নয়। (কেননা, দুনিয়ার সাথে একদিন বিচ্ছেদ হবেই এবং সবশেষে পরকালে যেতে হবে)। যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং (খুব পরিতাপ সহকারে) বলা হয় (অর্থাৎ শুশ্রূষাকারী বলে ঃ) কোন ঝাড়ফুঁককারী আছে কি ? (উদ্দেশ্য যে কোন চিকিৎসক। আরবে

ঝাড়ফুঁকের প্রচলন বেশী ছিল বলে رَاقٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে) এবং তখন সে (মরণোন্মুখ ব্যক্তি) বিশ্বাস করে যে, (দুনিয়া থেকে) বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে। এবং (তীব্র মৃত্যু যন্ত্রণার কারণে) গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যায়। (অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গোছার কথা বলা হয়েছে। এমতাবস্থায়) সেদিন তোমার পালনকর্তার নিকট নীত হবে। (এমতাবস্থায় দুনিয়াপ্রীতি ও পরকাল বর্জন খুবই মূর্খতা। আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার পর যদি সে কাফির হয়, তবে তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হবে। কেননা,) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি, কিন্তু (আল্লাহ্ ও রসূলকে) মিথ্যারোপ করেছে এবং (বিধানাবলী থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (তদুপরি সত্যের প্রতি আহবানকারীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তজ্জন্য) দম্ভভরে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে। (উদ্দেশ্য এই যে, কুফর এবং অবাধ্যতা করে তজ্জন্য অনুতাপও করেনি, বরং উল্টা গর্ব করত এবং চাকর-নওকর ও পরিবার-পরিজনের কাছে যেয়ে আরও বেশী অহংকারী হয়ে যেত। এরূপ ব্যক্তিকে বলা হবে ঃ) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ (আবার শোন) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (এক বচনকে পুনঃ পুনঃ বলায় অধিক পরিমাণ জানা গেল এবং বহু বচনকে পুনঃ পুনঃ বলায় গুণের আধিক্য জানা গেল। মানুষের আদিষ্ট হওয়া ও পুনরুজ্জীবিত হওয়ার উপর উপরোক্ত প্রতিদান নির্ভরশীল। তাই অতঃপর এই দুটি বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে)। মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? (বিধানাবলী আরোপ করা হবে না এবং তার হিসাব নিকাশও হবে না? বরং উভয় বিষয় নিশ্চিত। পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করাও তার নির্বুদ্ধিতা)। সে কি (প্রথমে নিছক মায়ের গর্ভাশয়ে) স্খলিত বীর্য ছিল না? অতঃপর সে রক্তপিণ্ড হয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্ তাকে (মানবরূপে) সৃষ্টি করেছেন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল---নর ও নারী। (অতএব, যে আল্লাহ্ প্রথমে স্বীয় কুদরত দ্বারা এসব করেছেন,) সেই আল্লাহ্ কি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন? (অথচ পুনরায় সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করা অপেক্ষা সহজতর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ—এখানে لا অব্যয়টি অতিরিক্ত। কারও বিরোধী মনোভাব খণ্ডন করার জন্য শপথ করা হলে শপথের পূর্বে অতিরিক্ত لا ব্যবহৃত হয়। আরবী বাক-পদ্ধতিতে এই ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আমাদের ভাষায়ও মাঝে মাঝে তাকীদযোগ্য বিষয়বস্তু বর্ণনা করার পূর্বে বলা হয় 'না', এরপর স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়। এ সূরায় কিয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার ও তাদের সন্দেহ-সংশয়ের জওয়াব দান করা হয়েছে। প্রথমে কিয়ামত দিবস পরে 'নফসে-লাওয়ামা' তথা ধিক্কারকারী মনের শপথ করে সূরা শুরু করা হয়েছে। শপথের জওয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহ্য আছে; অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। কিয়ামতের শপথ যে স্থানোপযোগী

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

হয়েছে, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এমনিভাবে নফ্সে-লাওয়ামার শপথেও তার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্র কাছে মকবুল হওয়ার বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। 'নফ্স' শব্দের অর্থ প্রাণ ও আত্মা সুবিদিত। لوامة শব্দটি لوم থেকে উদ্ভূত। অর্থ তিরস্কার ও ধিক্কার দেওয়া। 'নফ্সে-লাওয়ামা' বলে এমন নফ্স বোঝানো হয়েছে, যে নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। অর্থাৎ কৃত গোনাহ্ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করে যে, তুই এমন করলি কেন? সৎ কর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে যে, আরও বেশী সৎ কাজ সম্পাদন করে উচ্চ মর্যাদা লাভ করলে না কেন? সারকথা, কামিল মু'মিন ব্যক্তি সর্বদাই তার প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কাজের জন্য নিজেকে তিরস্কারই করে। গোনাহ্ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে তিরস্কার করার হেতু বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। সৎ কাজে তিরস্কার করার কারণ এই যে, নফ্স ইচ্ছা করলে আরও বেশী সৎ কাজ করতে পারত। সে বেশী সৎ কাজ করল না কেন? এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।---(ইবনে কাসীর) এই অর্থের ভিত্তিতেই হযরত হাসান বসরী (র) নফ্সে লাওয়ামার তফসীর করেছেন 'নফ্সে-মু'মিনা।' তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্র কসম, মু'মিন তো সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেকে ধিক্কারই দেয়। সৎ কর্ম-সমূহেও সে আল্লাহ্র শানের মুকাবিলায় আপন কর্মে অভাব ও ত্রুটি অনুভব করে। কেননা, আল্লাহ্র হক পুরোপুরি আদায় করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ফলে তার দৃষ্টিতে ত্রুটি থাকে এবং তজ্জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হাসান বসরী (র) প্রমুখের এই তফসীর অনুযায়ী নফ্সে লাওয়ামার শপথ করার উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মু'মিন ব্যক্তিদের সম্মান ও সম্ভ্রম প্রকাশ করা, যারা নিজেদের কাজ কর্ম হিসাব করে ত্রুটির জন্য অনুতপ্ত হয় ও নিজেদেরকে তিরস্কার করে।

নফ্সে লাওয়ামার এই তফসীরে 'নফ্সে মুতমায়িন্নাও' দাখিল আছে। এগুলো 'নফ্সে মুত্তাকীরই' উপাধি।

নফ্সে আম্মারা, লাওয়ামা ও মুতমায়িন্না ঃ সূফী বুযুর্গগণ বলেন ঃ নফ্স মজ্জাগত ও স্বভাবগতভাবে أَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। কিন্তু ঈমান, সৎ কর্ম ও সাধনার বলে সে নফ্সে লাওয়ামা হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ ও ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। কিন্তু মন্দ কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতঃপর সৎ কর্মে উন্নতি ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে চেষ্টা করতে করতে যখন শরীয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শরীয়ত-বিরোধী কাজের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে, তখন এই নফ্সই মুতমায়িন্না উপাধি প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর কিয়ামত-অবিশ্বাসীদের একটি সাধারণ প্রশ্নের জওয়াব আছে। প্রশ্ন এই যে,

মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পরিণত হবে। তার অস্থিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সেগুলোকে পুনরায় একত্র করে কিরূপে জীবিত করা হবে? জওয়াবে বলা হয়েছে : بَلٰى قَادِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ ——এর সারমর্ম এই যে, চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত অস্থিসমূহকে একত্র করে পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে তোমরা বিস্মিত হচ্ছ ঃ অথচ এ বিষয়টি পূর্বে একবার প্রত্যক্ষ করেছ যে, দুনিয়াতে পালিত ও বর্ধিত প্রত্যেক মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশ ও কণা নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। অতএব, যে ক্ষমতাশালী সত্তা প্রথমবার সারা বিশ্বে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একজন মানুষের অস্তিত্বে একত্র করেছেন, এখন পুনরায় সেগুলোকে একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কিরূপে কঠিন হবে? তিনি পূর্বে যেমন তার কাঠামোতে আত্মা রেখে তাকে জীবিত করেছেন, পুনরায় এরূপ করলে তা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে কেন?

দেহ পুনরুত্থানে কুদরতের অভাবনীয় কর্ম ঃ চিন্তার বিষয় এটা যে, একজন মানুষ যে দেহাবয়ব ও আকার-আকৃতিতে প্রথমে সৃজিত হয়েছিল, আল্লাহ্‌র কুদরত পুনর্বারও তার অস্তিত্বে সে সব বিষয় চুল পরিমাণ পার্থক্য ব্যতিরেকে সন্নিবেশিত করে দেবেন। অথচ সৃষ্টির আদিকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কত বিচিত্র আকার-আকৃতির মানুষ পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। কার সাধ্য যে, তাদের সবার আকার-আকৃতি ও দৈহিক গঠনের গুণাগুণ আলাদা আলাদাভাবে স্মরণও রাখতে পারে——পুনরায় তদ্রূপ সৃষ্টি করা তো দূরের কথা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে বলেছেন যে, আমি কেবল মৃত ব্যক্তির বড় ও প্রধান প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই পূর্ববৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম নই বরং মানব অস্তিত্বের ক্ষুদ্রতম অঙ্গকেও সম্পূর্ণ পূর্বের ন্যায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। আয়াতে বিশেষভাবে অংগুলীর অগ্রভাগ উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই মানুষের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ। এই ছোট অঙ্গের পুনঃ সৃষ্টি-তেই যখন কোন পার্থক্য হবে না, তখন হাত পা ইত্যাদি বড় বড় অঙ্গের তো কথাই নেই।

চিন্তা করলে দেখা যায় যে, বিশেষভাবে অংগুলীর অগ্রভাগ উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এক মানুষকে অন্য মানুষ থেকে পৃথক করার জন্য তার সর্বাঙ্গেই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। এসব বৈশিষ্ট্য দ্বারা সে আলাদাভাবে পরিচিত হয়। বিশেষত মানুষের যে মুখমণ্ডল কয়েক বর্গ ইঞ্চির বেশী নয়, তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এমন সব স্বাতন্ত্র্য রেখেছেন, যার ফলে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একের মুখমণ্ডল অপরের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিল খায় না। মানুষের জিহবা ও কণ্ঠনালী সম্পূর্ণ একই রকম হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে স্বতন্ত্র। ফলে, বালক, বৃদ্ধ এবং নারী ও পুরুষের কণ্ঠস্বর আলাদা-আলাদাভাবে চিনা যায় এবং প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠস্বর পৃথকরূপে প্রতিভাত হয়। আরও বেশী বিস্ময়কর বস্তু হচ্ছে মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও অংগুলীর অগ্রভাগ। এগুলোর উপর যে সব রেখা ও কারুকার্যের জাল বিস্তৃত আছে, তা কখনও একে অপরের সাথে মিলে না। অথচ মাত্র অর্ধ ইঞ্চি পরিসরের মধ্যে এসব পারস্পরিক সামঞ্জস্যবিহীন স্বাতন্ত্র্য নিহিত আছে। প্রাচীন ও আধুনিক প্রতি যুগে বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপকে একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বস্তুরূপে গণ্য করে এর ভিত্তিতেই আদালতের ফয়সালা হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, এটা কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিরই বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক অংগুলীর অগ্রভাগের রেখাও এমনিভাবে স্বতন্ত্র।

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

একথা বুঝে নেওয়ার পর বিশেষভাবে অংগুলীর অগ্রভাগ উল্লেখ করার কারণ আপনা-আপনি হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা তো এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ কর যে, এই মানুষ পুনরায় কিরূপে জীবিত হবে! আরও সামান্য অগ্রসর হয়ে চিন্তা কর যে, কেবল জীবিতই হবে না বরং তার পূর্বের আকার-আকৃতিও প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য সহকারে জীবিত হবে। এমনকি, পূর্বের সৃষ্টিতে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি ও অঙ্গুলীসমূহের রেখা যেভাবে ছিল, পুনঃ সৃষ্টিতেও তদ্রূপই থাকবে।

لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ—اَمَام শব্দের অর্থ সম্মুখ ও ভবিষ্যত। আয়াতের অর্থ এই যে, কাফির ও গাফিল মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের এসব চাক্ষুষ বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, যাতে অতীতের অস্বীকারের দরুন অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যত ঠিক করে নিতে পারে বরং ভবিষ্যতেও সে কুফর, শিরক, অস্বীকার ও মিথ্যারোপে অটল থাকতে চায়।

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ—এখানে কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। بَرِقَ অর্থ চক্ষুতে ধাঁধা লেগে গেল এবং দেখতে পারল না। কিয়ামতের দিন সবার দৃষ্টিতে ধাঁধা লেগে যাবে। ফলে চক্ষু স্থির কোন বস্তু দেখতে পারবে না। خسف শব্দটি خسوف থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ—এতে বলা হয়েছে যে, শুধু চন্দ্রই জ্যোতিহীন হবে না বরং সূর্যের দশাও তাই হবে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, আসল আলো সূর্যের মধ্যে নিহিত। চন্দ্রও সূর্যের কিরণ থেকে আলো লাভ করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে একই অবস্থায় একত্র করা হবে এবং উভয়েই জ্যোতি হারিয়ে ফেলবে। কেউ কেউ বলেন, চন্দ্র ও সূর্যকে একত্র করার অর্থ এই যে, সেদিন উভয়েই একই উদয়াচল থেকে উদিত হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাই বর্ণিত আছে।

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ—অর্থাৎ মানুষকে সে দিন অবহিত করা হবে, যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মানুষ মৃত্যুর পূর্বে যে সৎ কাজ করে নেয়, তা সে অগ্রে প্রেরণ করে এবং যে সৎ অথবা অসৎ উপকারী অথবা অপকারী কাজ ও প্রথা এমন ছেড়ে যায়, যা তার মৃত্যুর পর মানুষ বাস্তবায়িত করে, তা সে পশ্চাতে রেখে আসে (এর সওয়াব অথবা শাস্তি সে পেতে থাকবে)। হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেন ঃ ما قدم বলে এমন সৎ কাজ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ জীবদ্দশায় করে নেয় এবং ما اخر বলে এমন সৎ কাজ বোঝানো হয়েছে, যা সে করতে পারত কিন্তু করেনি এবং সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে।

بصير ও بصيرة — بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ

এর অর্থ চক্ষুষ্মান। এর অপর অর্থ প্রমাণও হয়ে থাকে। কোরআনে আছে : لَقَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ — এখানে بصائر শব্দটি بصيرة এর বহুবচন। অর্থ প্রমাণ। معاذير শব্দটি ওযর অর্থে معذار এর বহুবচন। আয়াতের অর্থ এই যে, যদিও ন্যায়বিচারের বিধি অনুযায়ী মানুষকে তার প্রত্যেকটি কর্ম সম্পর্কে হাশরের মাঠে অবহিত করা হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রয়োজন নেই। কেননা, মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। সে কি করেছে, তা সে নিজেই জানে। এছাড়া হাশরের মাঠে প্রত্যেকে তার সৎ-অসৎ কর্ম স্বচক্ষে দেখতেও পাবে। অন্য আয়াতে আছে : وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষ যা করেছে হাশরের মাঠে তাকে উপস্থিত পাবে এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। এখানে মানুষকে নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান বলার অর্থ তাই।

পক্ষান্তরে بصيرة -এর অর্থ প্রমাণ হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ হবে। সে অস্বীকার করলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে। কিন্তু মানুষ তার অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি জানা সত্ত্বেও বাহানাবাজি ত্যাগ করবে না। সে তার কৃতকর্মের অজুহাত পেশ করতেই থাকবে। وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ বাক্যের অর্থ তাই।

এ পর্যন্ত কিয়ামতের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা আলোচিত হল। পরেও এই আলোচনা আসবে। মাঝখানে চার আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ওহী নাযিল হওয়ার সময় অবতীর্ণ আয়াতগুলো সম্পর্কিত। নির্দেশ এই যে, যখন জিবরাঈল (আ) কোরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আগমন করতেন, তখন তা পাঠ করার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) দ্বিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন। এক. কোথাও এর শ্রবণ ও তদনুযায়ী পাঠে কোন পার্থক্য না হয়ে যায়। দুই. কোথাও এর কোন অংশ, কোন বাক্য স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এই চিন্তার কারণে যখন জিবরাঈল (আ) কোন আয়াত শোনাতেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহ্বা নেড়ে দ্রুত আবৃত্তি করতেন, যাতে বারবার পড়ে তা মুখস্থ করে নেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই পরিশ্রম ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য চার আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন বিশুদ্ধ পাঠ করানো, মুখস্থ করানো ও মুসলমানদের কাছে হু-বহু তা পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশ্যে জিহ্বাকে দ্রুত নাড়া দেওয়ার কষ্ট করবেন না। لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ বাক্যের অর্থ তাই। এরপর বলেছেন : إِنَّ

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ অর্থাৎ আয়াতসমূহকে আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হুবহু আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি এ চিন্তা পরিত্যাগ করুন। এরপর বলা হয়েছে ঃ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ—এখানে কোরআনের অর্থ পাঠ। অর্থ এই যে, যখন আমি অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আ) কোরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না বরং চুপ করে শোনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। এখানে কোরআন অনুসরণ করার মানে চুপ করে জিবরাঈলের পাঠ শ্রবণ করা। সকল তফসীরবিদই এতে একমত।

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাআত না করার একটি প্রমাণ ঃ সহীহ্ হাদীসে আছে অনুকরণ ও অনুসরণের জন্যই নামাযে ইমাম নিযুক্ত হয়। অতএব, মুক্তাদীদের উচিত ইমামের অনুসরণ করা। যখন সে রুকূ' করে, তখন সব মুক্তাদী রুকূ' করবে এবং যখন সিজদা করে তখন সবাই সিজদা করবে। মুসলিমের রেওয়ায়েতে তৎসঙ্গে আরও বলা হয়েছে—যখন ইমাম কিরা'আত করে, তখন তোমরা চুপ করে শ্রবণ কর। إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ।—এ থেকেও বোঝা যায় যে, ইমামের অনুসরণ উদ্দেশ্য। রুকূ' ও সিজদায় ইমামের অনুসরণ এই যে, তার সাথে সাথে রুকূ' ও সিজদা আদায় করবে কিন্তু সাথে সাথে কিরা'আত করা কিরা'আতের অনুসরণ নয় বরং কিরা'আতের অনুসরণ এই যে, ইমাম যখন কিরা'আত করবে, তখন তোমরা চুপ করে শুনবে। ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের কিরা'আত করা উচিত নয়—এই মাস'আলায় ইমাম আবূ হানীফা (র) ও অপর কয়েকজন ইমামের এটাই দলীল।

অবশেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ অর্থাৎ আপনি এ চিন্তাও করবেন না যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা বুঝিয়ে দেওয়াও আমার দায়িত্ব, আমি কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার উদ্দেশ্য আপনার কাছে ফুটিয়ে তুলব। এই চার আয়াতে কোরআন ও তার তিলাওয়াত সম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণনা করার পর আবার কিয়ামতের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতারই অবশিষ্ট আলোচনা করা হচ্ছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই চার আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক কি? তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত সম্পর্ক এই যে, ইতিপূর্বে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ স্বীয় অসীম কুদরতের বলে প্রত্যেক মানুষকে পূর্বে যে আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেছিলেন, সেই আকারে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এমনকি, তার অংগুলীর অগ্রভাগ এবং তাতে অংকিত রেখা ও চিহ্নসমূহকেও হুবহু পূর্বের ন্যায় করে দেবেন। এতে কেশাগ্র পরিমাণ পার্থক্য হবে না। এটা তখনই হতে পারে, যখন আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানও অসীম হয় এবং তথ্যাবলী সংরক্ষণের পদ্ধতিও অদ্বিতীয় হয়। এর সাথে মিল রেখে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই চার আয়াতে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তো ভুলেও যেতে পারেন এবং বর্ণনায় ভুল করারও আশংকা আছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এসব বিষয়ের উর্ধ্বে। এসব বিষয়ের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। তাই আপনি

কোরআনের বাক্যাবলী সংরক্ষিত রাখা অথবা এগুলোর অর্থ বোঝার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার কষ্ট ছেড়ে দিন। এসব কাজ আল্লাহ্ তা'আলাই সম্পন্ন করবেন। অতঃপর কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ —অর্থাৎ সেদিন কিছু মুখমণ্ডল হাসি-খুশি ও সজীব হবে এবং তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে জান্নাতীগণ চর্মচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ করবে। আহলে সুন্নত ওয়াল-জমাআতের সকল আলিম ও ফিক্হবিদ এ বিষয়ে একমত। কেবল মুতাজিলা ও খারেজী সম্প্রদায় এটা স্বীকার করে না। তাদের অস্বীকারের কারণ দার্শনিক সন্দেহ। তাদের ভাষ্য এই যে, চর্মচক্ষে দেখার জন্য দর্শক এবং যাকে দেখা হয় উভয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের জন্য যে সব শর্ত রয়েছে, সেগুলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে অনুপস্থিত। আহ্লে সুন্নত-ওয়াল-জমাআতের বক্তব্য এই যে, পরকালে আল্লাহ্র দীদার ও সাক্ষাৎ এসব শর্তের উর্ধ্বে থাকবে। না কোন দিক ও পার্শ্বের সাথে এর সম্পর্ক থাকবে এবং না কোন বিশেষ আকার-আকৃতির সাথে। বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে। তবে এই দীদার ও সাক্ষাতে জান্নাতিগণের বিভিন্ন স্তর থাকবে। কেউ সপ্তাহে একবার অর্থাৎ শুক্রবারে এই সাক্ষাৎ লাভ করবে, কেউ দৈনিক সকাল বিকাল লাভ করবে এবং কেউ সারাক্ষণ সাক্ষাতেই থাকবে।---(মাযহারী)

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ —পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই আয়াতে মৃত্যুর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যাতে সে মৃত্যুর পূর্বেই পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈমান ও সৎ কর্মের দিকে ধাবিত হয়। আয়াতে মৃত্যুর চিত্র অংকন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে গাফিল মানুষ যখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে থাকে, তখন তার মাথার উপর মৃত্যু এসে দণ্ডায়মান হয় এবং আত্মা কণ্ঠনালীতে এসে ঠেকে। শুশ্রূষাকারীরা চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে ঝাড়ফুঁককারীদেরকে খুঁজতে থাকে এবং পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যায়। এটাই আল্লাহ্র কাছে যাওয়ার সময়। এ সময়ে কোন তওবা কবূল হয় না এবং কোন আমলও করা যায় না। কাজেই বুদ্ধিমানের উচিত এর আগেই সংশোধনের চেষ্টা করা। وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ — ساق-এর প্রসিদ্ধ অর্থ পায়ের গোছা। গোছার সাথে গোছা জড়িয়ে পড়ার এক অর্থ এই যে, তখন অস্থিরতার কারণে এক গোছা দ্বারা অন্য গোছার উপর আঘাত করবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দুর্বলতার আতিশয্যে এক পা অপর পায়ের উপর থাকলে তা সরাতে চাইলেও সক্ষম হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এখানে দুই গোছা বলে দুই জগৎ---ইহকাল ও পরকাল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তখন হবে ইহকালের শেষ দিন এবং

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

পরকালের প্রথম দিনের সম্মিলন। তাই মানুষ ইহকালের বিরহ-বেদনা এবং পরকালে কি হবে না হবে তার চিন্তায় গ্রেফতার থাকবে।

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى — اولى শব্দটি ويل-এর অপভ্রংশ। অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। যে ব্যক্তি কুফর ও মিথ্যারোপকেই আঁকড়ে থাকে এবং দুনিয়ার ধনসম্পদে মত্ত থাকে ও তদবস্থায় মারা যায়, তার জন্য এখানে চারবার ويل তথা দুর্ভোগ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর পর কবরে, হাশরে সমবেত হওয়ার সময় এবং অবশেষে জাহান্নামে প্রবেশের সময় বিপর্যয় ও দুর্ভোগই তোমার প্রাপ্য।

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى—অর্থাৎ জীবন মৃত্যুও সারা বিশ্ব যে সত্তার করতলগত, তিনি কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন? রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কিয়ামতের এই আয়াত পাঠ করে, তার বলা উচিত بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ——অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তিনি সক্ষম এবং আমিও এর একজন সাক্ষী। সূরা ত্বীনের শেষ আয়াত اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ পাঠ করার সময়ও একথা বলার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি সূরা মুরসালাতের فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ আয়াত পাঠ করে তার বলা উচিত اٰمَنَّا بِاللّٰهِ
